AKASHVANI(AIR)
RNU: KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 25-06 2026 **Time: 1.40 PM**

কলকাতার তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯। আজ বিধানসভায় তারাতলার ঘটনা নিয়ে আজ বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়ার সময় সরকারি হিসেব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ২০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন স্থিতিশীল, চার জনের অবস্থা গুরুতর এবং এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে উল্লেখ ক'রে তিনি মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা এবং আহত প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন।

বাইট – CM Compensation

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি তিনি ওই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুর বোর্ডকে দায়ী ক'রে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, কাঠামোগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সই-সহ বিভিন্ন নথির উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন

তিনি। আগের সরকার এরকম বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কোনও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা নেয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বাইট – CM Criticise

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তদন্তে কোনও রকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নির্মাণ সংস্থার সুপারভাইজার, লোহার কাঠামো প্রস্তুতকারক, জমির লিজগ্রহীতা, শ্রমিক সরবরাহকারী ও কন্ট্রাক্টর এবং পরিকল্পনা অনুমোদনের সঙ্গে যুক্ত এক দালাল। মূল অভিযুক্ত আজগরকে খোঁজা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

শ্রী অধিকারী জানান, ঘটনার জেরে আগামী চার সপ্তাহ, কলকাতা পুর এলাকা, রাজারহাট-নিউটাউন, মহেশতলা, বজবজ, পূজালি, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর, বারুইপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত নির্মীয়মাণ প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকবে। এই সময়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অনুমোদিত নির্মাণ পরিকল্পনার অডিট হবে। এজন্য অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও শ্রী অধিকারী জানিয়েছেন।

বাইট – CM Committee

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারাতলার দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল’ থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন শ্রী

মোদী। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সহায়তায় সরকার সর্বতোভাবে পাশে আছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার অভিযান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড জানিয়েছে, অনেককে নিরাপদে উদ্ধার করা গেলেও ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও কয়েক জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সেনা বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে সাতটি বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল মোতায়েন রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম, ভারী লোহার বিম কাটার মেশিন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আলোকব্যবস্থা, অ্যাম্বুল্যান্স এবং চিকিৎসক-সার্জনদের দল। আহতদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ঘটনাস্থলেই ১০ শয্যার একটি অস্থায়ী জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

বিধানসভায় আজ রাজ্য বাজেটের উপর দ্বিতীয় দিনের আলোচনা শুরু হয়েছে। মোট ৫ ঘণ্টার আলোচনায় শাসক বিরোধী ৪১ জন সদস্য অংশ নিচ্ছেন। শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের অনেক সদস্যই রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবিতে সরব হয়েছেন। আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণ দেবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন ড. কৃষ্ণ গুপ্ত। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে

সমবায় দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে কর্মরত ড. কৃষ্ণ গুপ্ত অবসর গ্রহণের পর আগামী ৩০ জুন থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পঞ্চায়েত, পুরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন কলকাতা পুরসভা সহ বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

সক্রিয় মৌসুমী বায়ু এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে আগামী সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বেশ কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর ফলে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় ভূমিধ্বস এবং তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ও রায়ডাক নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুরে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৮ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে প্রায় দেড় ডিগ্রী বেশি।

সিকিম ও কালিম্পংগামী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক এন-এইচ ১০-এর বাঘপুল সংলগ্ন কালীমন্দির এলাকার পথে ধস সরিয়ে কিছুক্ষণ আগে থেকে যান চলাচল শুরু

হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আজ সকালে ওই এলাকায় ধ্বসের ফলে রাস্তার ওপর বিপুল পরিমাণ মাটি ও পাথর এসে পড়ায় জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলে। বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের নির্দেশ দেয় প্রশাসন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা বেড়েছে। কিছুদিন আগে সেবক এলাকায় ধসের ঘটনার পর বুধবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে আবার ধস নামায় উদ্বেগ বেড়েছে।

সেনাবাহিনীর সক্রিয় উদ্যোগে প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের মিরিকে বালাসন নদীর জলে ভেসে যাওয়া দুধিয়া সেতু স্বাভাবিক করা হয়েছে। ১২ নম্বর রাজ্য সড়কের উপরে নির্মিত এই বেইলি ব্রিজ-এর ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪ মিটার অংশ সংস্কার করায় পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ গতকাল সন্ধ্যে থেকে নিরাপদে হেঁটে নদী পারাপার করতে পারছেন বলে নবান্নে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষায় আজ মন্দারমনিতে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে বিশেষ কমিউনিটি সংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে নৌবাহিনী তরফে দুর্যোগ, ঝড় বা খারাপ আবহাওয়ায় সমুদ্রে কীভাবে নিজেদের জীবন রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয়। তাঁদেরকে সমুদ্রের কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা অনুপ্রবেশের বিষয়ে সতর্ক ও অবহিত করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন, সমুদ্র নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য এধরনের কর্মসূচি বছরভর চলতে থাকে বলে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা জানিয়েছেন। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ন জানা উপকূল রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সংবর্ধনা দেন।

----------------------- -----------------------